দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...... 9 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 4 ......

চাই জ্ঞাননির্ভর আধুনিক শিক্ষা

"ডিগ্রী কিংবা সার্টিফিকেট লাভই শিক্ষা নহে। আমাদের প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা। সে শিক্ষা হইবে জ্ঞাননির্ভর। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত।" –গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) রাজশাহীর দ্বিতীয় সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী উল্লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে দেশের ৪টি বিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেয়েদেরকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় মহিলা পলিটেকনিক গড়িয়া তোলা হইতেছে। শিক্ষাকে যুগোপযোগী বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানমুখী করার জন্য দেশে একটি নূতন শিক্ষা কমিশন গঠন করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

সত্যি বলিতে কি, আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা অদ্যাবধি সম্পূর্ণতই সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী নির্ভর। শিক্ষায়তনগুলিতে মেধার বিকাশ ঘটানো কিংবা মানসম্পন্ন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় না। ইহার প্রধান কারণ, দেশে কোন ক্যারিয়ার প্ল্যানিং নাই। এদেশের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হইয়া কেহ বিসিএস প্রশাসনের চাকরিলাভের জন্য আগ্রহী হইতে বাধ্য হইতেছে। বাংলা পড়িয়া ব্যাংকার বা কারিগরি চাকরিতে ঢুকিয়া পড়িতেছে। শিক্ষার বিষয়ের সহিত পেশার বিষয়ের মিল নাই বলিয়া পেশাগত জীবনে সে বা তাহারা তেমন কোন অবদান রাখিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু পেশাগত জীবনের দক্ষতার তেমন মূল্যায়ন না হওয়ায় উন্নতির জন্য ডিগ্রী বা সার্টিফিকেটটিই মূল্যবান হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সম্মুখে টানিয়া লইয়া যাইতে পরিতেছে না।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখিত বক্তৃতায় যথার্থই বলিয়াছেন, এক সময়ে আমরা উর্বরা জমি, শস্যভরা ক্ষেত লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারিতাম। এখন অনুদঘাটিত অন্যান্য সম্পদও আমাদিগকে আহরণ করিতে হইবে বিধায় প্রযুক্তিবিদ্যা রপ্ত করিতে হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অগ্রগতি সভ্যতার চাকা ঘুরাইয়া মানব জাতির উন্নয়ন ও কল্যাণে অবদান রাখিতেছে। এই অগ্রগতির সহিত নিজেদের সম্পৃক্ত করিতে না পারিলে জাতি হিসেবে আমরা পশ্চাদপদ বলিয়া চিহ্নিত হইব। বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি ও সাফল্যের নিমিত্ত নব নব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরিমেয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদেরকে সদা তৎপর থাকিতে হইবে। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের জন্য তথ্য প্রযুক্তি চর্চার যে অপরিসীম সুযোগ রহিয়াছে, উহার সাফল্য অর্জনে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অন্তর্নিহিত মূল শক্তিটি হইল মানবিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ না থাকিলে যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই অসার প্রতিপন্ন হইতে বাধ্য। শিক্ষা মানুষের যাবতীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে। যে শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরহিতবোধের জাগৃতি ঘটাইতে ব্যর্থ হয়, সেই শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে না। সমাজবদ্ধ মানুষের উজ্জীবনের নিমিত্ত মানবের কল্যাণব্রতে উদ্দীপ্ত হওয়া ব্যক্তি মানুষের জন্য অপরিহার্য। ইহার সামগ্রিক অভিব্যক্তি হইতেছে মানবিক মূল্যবোধ। শিক্ষা ইহার অনুসঙ্গ বলিলে যথার্থ বলা হয়।

দেশের ৪টি বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। একথা অস্বীকার করা যাইবে না যে, নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত কারণে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। প্রকৌশল প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে চিরাচরিত সেশনজট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিক্ষার্থীদের সেবা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাইতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষার মান ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না বলিয়া প্রায়শই অভিযোগ শোনা যায়। প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করিতে না পারিলে উহা আত্মঘাতী হইবে। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, দেশের চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইতে না পারিলে ঐ শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক হইতে পারিবে না। শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষাকে সকলেই উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে দেখিতে আগ্রহী।